হরিণাকুণ্ডুতে স্কুলের আঙ্গিনায় জরাজীর্ণ শহীদ মিনার

যদিও সরকারি আদেশ অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার থাকা বাধ্যতামূলক। কয়েকদিন পরেই ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর দিন।

যদিও মরণব্যাধী করোনা ভাইরাসের কারনে এদিন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে আসতে পারবে কিনা তা জানা নেই।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৪ নং দৌলতপুর ইউনিয়নের দখলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে এমনি একটি জরাজীর্র্ণ অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা শহীদ মিনার। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে প্রায় ২ শতাধিক ছাত্রী-ছাত্রী পড়াশোনা করে।

এ বিষয়ে ঐ বিদ্যালয় পড়ুয়া বেশ কিছু শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা বলে আগে আমাদের যখন স্কুলে অনুষ্ঠান হতো তখন আমাদের খুব অসুবিধা হতো। আমাদের স্কুলের শহীদ মিনার ভেঙ্গে গেছে, তাই ফুল দিতে চরম অসুবিধা হতো। শহীদ মিনার ভাঙ্গাচুরার কারণে ২১ ফেব্রুয়ারি ভালোভাবে পালন করতে পারতাম না।

ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছিলেন, যাদের জন্য আমরা বাংলা ভাষা পেয়েছি, যাদের জন্য আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি সেই শহীদের জন্য আমরা গর্ব করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের স্কুলের শহীদ মিনার কয়েক বছর ধরেই ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। তাই আমাদের স্কুলের শহীদ মিনারটি অচিরেই সুন্দর করে তৈরির দাবি জানাচ্ছি।

এবিষয়ে দখলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোকাররম হোসেন বলেন, যেহেতু আমাদের স্কুলের আশে পাশে আর কোন বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নেই। দীর্ঘ দিন আমাদের স্কুলের শহীদ মিনারটি এভাবে আংশিক ভেঙ্গেচুর অবস্থায় পড়ে আছে ২১ ফেব্রুয়ারির দিন আমাদের ছোট্ট ছোট্ট কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর দিন পড়তে হয় চরম ঝুকিতে। চলতি মাসেই শহীদ মিনারটি সুন্দর করে সংস্কার করে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দাবি জানাচ্ছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুর রহমান বলেন, যেহেতু করোনা মহামারীর কারণে স্কুলের অনেক উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে এ ধরনের কোনও লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষ দেয় নি। তবে এখন যেহেতু জেনেছি আমাদের সামনে ১১ তারিখে মাসিক মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে সুরাহা করার চেষ্টা করবো।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যারাথন ২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১১ পদাতিক ডিভিশন বগুড়া সদর দফতরের উদ্যোগে ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যারাথন ২০২১ উপলক্ষে আলোচনাা সভা অনুুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১১ পদাতিক ডিভিশন বগুড়া সদর দফতরের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মজিব, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শরিফুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনসহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষক, ইনজিও প্রতিনিধি ও সাংবাদিকগন উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী প্রযন্ত অনলাইনের মাধ্যেমে ম্যারাথন দৌড়ের জন্য রেজিষ্ট্রেশন চলবে। ১৬ বছরের উর্ধে সকলে রেজিষ্ট্রেশন করতে পারবে।

আল জাজিরার প্রতিবেদন উদ্ভট ও কাল্পনিক: মাহবুব উল আলম হানিফ

আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, আল জাজিরা উদ্ভট ও কাল্পনিক একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যার সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সরকার বা রাষ্ট্রের সাথে কোন সর্ম্পক নেই।

দেশের বাইরে পলাতক এক আসামী কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। আর হারিছ আহম্মেদ আর সরকারের মধ্যে কোন দূর্নীতির চিত্র সেখানে নেই। সেও পলাতক আসামী। লন্ডনে দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক তারেক রহমানের সাথেও তো বিএনপির নেতারা গিয়ে দেখা করেন, কথা বলেন।

হানিফ বলেন, দেশের মধ্যে থেকে ৭১ এর পরাজিত শক্তি, ক্ষমতায় থাকতে দূর্নীতি করে আদালতে দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছে হাওয়া ভবনের সেইসব কর্ণধররা প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের বিরুদ্ধে অপ্রচার করে যখন কোন লাভ হয়নি তখন দেশের বাইরে থেকে আলজাজিরায় কাল্পনিক উদ্ভট টাইপের একটা স্টোরি বানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ইমেজকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে।

জনসমর্থন বিহীন বিএনপি এখন দিবাস্বপ্ন দেখছে, তারা মনে করছে ষড়যন্ত্র করে সরকারের পতন ঘটানো যাবে। যে কারনে তারা সবসময় ষড়যন্ত্রের পথ খুজতে থাকে। আমরা আগেও বলেছি বিএনপি জামায়াতের কোন ক্ষমতা নেই যে, এই সরকারের পতন ঘটাবে, সরকারের পতন একমাত্র জনগনই করতে পারে নির্বাচনের মাধ্যমে। এর বাইরে কোনভাবেই সরকারের পতন ঘটানো যাবেনা। বিএনপির এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

তিনি সোমবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া শহরে পিটিআই রোডে নিজ বাসভবনে নবগঠিত কুষ্টিয়া টেলিভিশন ক্যামেরাপারসন এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এ সময় জেলা আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

অরুন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আঃ রহিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সহ জেলা অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, আধিপত্যবাদী শক্তির দোসর লুটেরা ও কালোটাকার মালিকদের সেবাদাস বর্তমান সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে বেগম খালেদা জিয়াকে কারাবন্দী রেখেছে।

বিজিবির সঙ্গে গোলাগুলিতে ২ রোহিঙ্গা নিহত

নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমধুমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যদের সঙ্গে গোলাগুলিতে দুজন রোহিঙ্গা ইয়াবাকারবারি নিহত হয়েছেন। রবিবার দিবাগত ৪টার দিকে বান্দরবানের নাইক্ষ্যছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের গর্জনবনিয়া চাকমাপাড়া সীমান্তে এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

বিজিবির দাবি, এ সময় বিজিবির দুই সদস্য আহত হয়েছেন। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে এক লাখ পিস ইয়াবা, দুটি একনলা বন্দুক, চারটি তাজা কার্তুজ ও দুটি খোসা উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত ইয়াবাকারবারিরা হলেন- কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং ১নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ডি/২ ব্লকের ফোরকান মাহমুদের ছেলে মো. জোবায়ের (২৮) ও একই এলাকার লম্বাশিয়া ২নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ডি/৩ ব্লকের হামজা মিয়ার ছেলে দীল মোহাম্মদ (২৫)।

কক্সবাজার ৩৪ বিজিবি’র সহকারি পরিচালক মো. ইয়ার হোসেন সাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, সীমান্তের রেজুপাড়া বিওপির সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, কিছু ইয়াবা ব্যবসায়ী বিপুল পরিমাণ ইয়াবা নিয়ে মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে রেজুপাড়া বিওপি’র দুটি টহল দল সীমান্তে অবস্থান

নেয়।

ভোররাতের দিকে ৫/৬ জনের একটিদল পাহাড়ি এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে টহল দলকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে।

টহল দল তাদের জান-মাল রক্ষার্থে পাল্টা গুলি করে। এক পর্যায়ে অজ্ঞাতনামা ইয়াবা ব্যবসায়িরা পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে টহল দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজন ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করেন। তাদের উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতদের মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

১৮ বছর হলেই দেরি না করে ভোটার হওয়ার আহ্বান ইসির

দেশের নাগরিকদের বয়স ১৮ বছর হলেই দেরি না করে ভোটার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটার দিবসকে সামনে রেখে এ আহ্বান জানায় সংস্থাটি।

ইসির সহকারী সচিব মোশাররফ হোসেনের ৪ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত পরিপত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পরিপত্রে বলা হয়েছে, আগামী ২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হবে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয়েছে ‘বয়স যদি আঠারো হয়, ভোটার হতে দেরি নয়’। সব প্রচারপত্রে বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এবার তৃতীয়বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করবে ইসি। ওইদিন হালানাগাদ করা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ভোটার দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি সাজাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

বর্তমানে ১৮ বছরের কম বয়সীদেরও তথ্য নিয়ে রাখছে কমিশন। বয়স ১৮ হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার হিসেবে তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে।

ভোটার হতে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জন্ম সনদ, বাবা-মার এনআইডি, ক্ষেত্র বিশেষে অন্য আত্মীয়-স্বজনের এনআইডি, নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র, জমির দলিল ইত্যাদি কাগজপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ লাখ ডলার রেখে গেছেন ‘পাঠাও’র ফাহিম সালেহ

বাংলাদেশের রাইড শেয়ারিং অ্যাপ পাঠাওয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহ যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ লাখ ডলার রেখে গেছেন। নিউইয়র্কের ম্যানহাটন সারোগেট আদালতে ফাহিমের বোন রিফায়েত সালেহ তার ভাইয়ের সম্পত্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদনের সূত্র ধরেই জানা যায়, ফাহিম ৬০ লাখ ডলার রেখে গেছেন। খবর নিউইয়র্ক পোস্টের।

গত বছরের জুলাইয়ে নিউইয়র্কের হাউস্টন স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্টে খুন হন তিনি। ফাহিমের হত্যাকারী হিসেবে তার ব্যক্তিগত সহকারী টাইরেস ডিভো হ্যাসপিলকে গ্রেফতার করা হয়। এখন তার বিচার চলছে। ফাহিম অবিবাহিত ছিলেন। খুন হওয়ার আগে ফাহিম কোনো আইনগত উত্তরাধিকারপত্র (উইল) রেখে যাননি।

ম্যানহাটনের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ফাহিমের ১৮ লাখ ডলারের ঋণের তথ্য রয়েছে আদালতে করা তার আবেদনে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আইন রয়েছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য আইন অনুযায়ী, ফাহিম অবিবাহিত হওয়ায় এবং কোনো উইল না থাকায় তার সমুদয় অর্থের আইনগত উত্তরাধিকার হবে তার মা রায়হানা সালেহ ও বাবা সালেহ উদ্দিন আহমেদ।

পরিবারের পক্ষ থেকে আদালতে ফাহিমের রেখে যাওয়া অর্থের জন্য দ্রুততার সঙ্গে প্রশাসক নিয়োগের আবেদন জানানো হয়েছে। ফাহিমের ব্যবসার কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার জন্য এটা প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আদালতে করা আবেদনে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত সাফল্যের আগেই ফাহিমকে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাবা, মা ও বোনেরা ফাহিমের ব্যবসা ও তার স্বপ্ন টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক।

বিচারক ফাহিমের অর্থ থেকে ৪০ লাখ ডলার উত্তোলনের জন্য আবেদনকারীকে অনুমোদন দিয়েছেন। এ ব্যাপারে নিউইয়র্ক পোস্টসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তবে পরিবার এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চায়নি।

করোনাভাইরাস, লকডাউনসহ নানা কারণে নিউইয়র্কের আদালতগুলোর কার্যক্রম এখনো স্বাভাবিক হয়নি। ফাহিম সালেহ হত্যায় জড়িত হ্যাসপিল সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো নতুন তথ্য আর জানায়নি পুলিশ।

দেড় লক্ষাধিক ব্যক্তির পেটে বনের আড়াই লাখ একর জমি

অবশেষে বন বিভাগের বেদখল হওয়া জমির পরিমাণ ও দখলদারদের একটি তালিকা সংসদীয় কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। তালিকায় দেখা যায়, সংরক্ষিত বনভূমিসহ অসংরক্ষিত বনভূমির দখলদার ১ লাখ ৬০ হাজার ৫৬৬ জন।

তারা সম্মিলিতভাবে জবর দখল করে রেখেছে বনের ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৫৮ একর জমি। এর মধ্যে সংরক্ষিত বনভূমির দখলদারদের সংখ্যা ৮৮ হাজার ২১৫ জন এবং তাদের মাধ্যমে বেদখল হওয়া সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ১ লাখ ৩৮ হাজার ৬১৩.০৬ একর। এ ছাড়া অসংরক্ষিত অন্যান্য বনভূমির দখলদার ৭২ হাজার ৩৫১ জন এবং তাদের মাধ্যমে জবরদখল করা ভূমির পরিমাণ ১ লাখ ১৮ হাজার ৫৪৫.৭৮ একর।

সংসদ ভবনে গতকাল অনুষ্ঠিত ‘পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি’র ১৮তম বৈঠকে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটি সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। এ ছাড়া পরিবেশ ও বনমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, নাজিম উদ্দিন আহমেদ, তানভীর শাকিল জয়, জাফর আলম, মো. রেজাউল করিম বাবলু, খোদেজা নাসরিন আক্তার হোসেন বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

করোনাভাইরাস রুখতে শুরু হলো গণ টিকাদান

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস রুখতে দেশব্যাপী শুরু হলো গণ টিকাদান। গতকাল টিকাদান শুরুর দিন টিকা নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি, স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, এমপি, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। দেশের ১ হাজার ৫টি কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে গণ টিকাদানের প্রথম দিন। এর মধ্য দিয়ে দেশে শুরু হলো টিকার যুগ।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক গতকাল মহাখালী স্বাস্থ্য ভবনে ভার্চুয়ালি দেশব্যাপী টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এরপর শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে গিয়ে টিকা নেন তিনি।

এ সময় তিনি বলেন, ‘আজ আমাদের আনন্দের দিন। এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। এই টিকা নিয়ে যেন কোনো গুজব না ছড়ায়।’ ঢাকার ৫০টি হাসপাতালে ও ঢাকার বাইরে সারা দেশে ৯৫৫টি হাসপাতাল কেন্দ্রে একযোগে শুরু হয়েছে টিকাদান কর্মসূচি। গতকাল রাজধানীর কেন্দ্রগুলোতে টিকা নিয়েছেন ৫ হাজার ৭১ জন। সারা দেশে টিকা নিয়েছেন ৩১ হাজার ১৬০ জন। রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে টিকা নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে টিকা নিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, বিজ্ঞান ও

শহীদুল্লাহ, স্বাচিপ (স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সালান, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, মহাসচিব ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন টিকা নিয়েছেন। সংসদ সদস্যদের অনেকে মানুষকে উৎসাহিত করতে নিজেদের নির্বাচনী এলাকায় টিকা নিয়েছেন। করোনা প্রতিরোধী টিকা গ্রহণের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘টিকা নিয়ে আমরা ভালো আছি, কারও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।

৭০ লাখ টিকা এখন হাতে আছে, আগামীতে কোভ্যাক্সের মাধ্যমে ৬ কোটি টিকা পাওয়া যাবে। এই টিকা দিতে আইসিটি মন্ত্রণালয় অ্যাপ তৈরি করেছে। জেলায় জেলায় ৭ হাজারের বেশি টিম কাজ করছে। কোনো জেলা থেকে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।’ বিশ্বে যত টিকা আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভ্যাক্স টিকা সবচেয়ে ভালো মন্তব্য করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কারও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। টিকা নেওয়ার পরও মাস্ক পরতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে, এক মাস পর দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে। দুই ডোজ নেওয়ার পর পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকব। দেশবাসীর জীবন রক্ষার্থে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে। আমরা নিজেরা নিচ্ছি, দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ টিকা নিচ্ছেন, তাদের দেখে সাধারণ মানুষও উৎসাহিত হচ্ছেন।’

টিকা নেওয়ার পর কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘করোনাভাইরাসের টিকা এই মহামারীর বিরুদ্ধে মানবজাতির একটা বড় অর্জন। এই অর্জন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়েছে। আমি টিকা নেওয়ার পর ভালো আছি। টিকা নিয়ে যারা গুজব ছড়াচ্ছে তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তা করছে।’

টিকা নেওয়ার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান দুই লাইন কবিতা পড়ে শোনান। তিনি বলেন, ‘আপনারা জানেন আমাকে মন্ত্রিসভায়ও কবিতা পড়তে হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা জিজ্ঞেস করেন কবিতা আছে কিনা। এটা আমার স্বভাবজাত প্রবণতা। টিকা নেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় আপনাদের দুই লাইন কবিতা শোনাই। ‘যদি বেঁচে যাও করোনার কালে, যদি কেটে যায় মৃত্যুর ভয়। জেনো বিজ্ঞান লড়ে গেছে সদা, নেই ভয়, হবে মানুষের জয়।’ শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, ‘টিকা

নেওয়ার পর মনে হচ্ছে আমি যেন সাহস পেলাম। আমি মনে করি টিকা নেওয়ার পরও সাবধানে থাকতে হবে।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেনশন সেন্টারের ৮টি বুথে টিকা নিয়েছেন ৫৬০ জন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৭০ জন এবং শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ৮২ জন টিকা নিয়েছেন। সচিবালয় ক্লিনিকে সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ ১৬৭ জন টিকা নিয়েছেন।

বাংলাদেশে দেওয়া হচ্ছে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনাভাইরাসের টিকা। সবাইকে এ টিকার দুটি ডোজ নিতে হবে। প্রথম ডোজের চার সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে। এই টিকার ৩ কোটি ডোজ পেতে সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশের, যার মধ্যে ৫০ লাখ ডোজ হাতে পাওয়ার পর জেলায় জেলায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আগেই। এ ছাড়া ভারত সরকারের উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে আরও ২০ লাখ ডোজ টিকা। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এসব কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হবে।

এ ছাড়া সারা দেশে একযোগে শুরু হয়েছে টিকাদান কর্মসূচি। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর অনুযায়ী, গতকাল চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার, চুয়াডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁদপুর, বগুড়া, সিলেটের বিশ্বনাথ, ময়মনসিংহের ভালুকা, দিনাজপুর, ফেনী, পটুয়াখালীর গলাচিপা, যশোর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, জয়পুরহাট, খাগড়াছড়ি, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, লক্ষ্মীপুর, মাগুরা, মানিকগঞ্জ, মেহেরপুর, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুরের সদরপুর, নীলফামারী, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, শরীয়তপুর, শেরপুর, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুরের শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, পাবনা, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, খুলনা, কুমিল্লা, গাজীপুর, নাটোর, রাঙামাটি, যশোরের বেনাপোল, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাউফল, কক্সবাজার, নেত্রকোনায় টিকা দেওয়া হয়।